ক্ষণিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১০

মূল্য বার আনা। ৸৹

প্রকাশক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

ক্ষণিকা



উদ্বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে !
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে !

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে' বসে' গাঁথিস্‌নে আর,
বাঁধিস্‌নে স্মৃতি-বাহিনী।
যা আসে আসুক্, যা হবার হোক্,
যাহা চলে' যায় মুছে যাক্ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্ দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক্ শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী!

ফুরায় যা' দেরে ফুরাতে!
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে' যাস্‌নেক কুড়াতে!
বুঝি নাই যাহা, চাইনা বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাইনা খুঁজিতে,
পূরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পূরাতে!
যখন যা পাস্ মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে!

ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে' ফেলে' দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি!
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে

আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মত যাক্ যাক্ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি !
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে !
ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে !
মর্ম্মরতানে ভরে' ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে !

যথাসময়

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে ওজনদরে মিলে,
বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা,

হঠাৎ পড়ে ঋণ-শোধেরি পালা,
ঋণী জনের না পাওয়া যায় দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হ'য়ে কবি,
খিলের পরে খিল, লাগাও খিল!
কথার সাথে গাঁথ কথার মালা,
মিলের সাথে মিল, মিলাও মিল!

কপাল যদি আবার ফিরে যায়,
প্রভাতকালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎমেঘে ত্বরিত বরিষণে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,
তখন খাতা পোড়াও ক্ষ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল, লাগাও দিল!
বাহুর সাথে বাঁধ মৃণাল বাহু,
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল!

মাতাল

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
        পথেই যদি করিস্ মাতামাতি,
থলি ঝুলি উজাড় করে' ফেলে'
        যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা করে' সুরু
        পাঁজিপুথি করিস্ পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
        অসময়ে অপথ দিয়ে যাস্,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
        পালের পরে লাগাস্ ঝোড়ো হাওয়া,
        আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
                মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
        নষ্ট হ'ল দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে' পক্ক হল মাথা,
        অনেক দেখে' দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভাল
        বসে' বসে' কেবল জমা করি,
ফেলা-ছড়া ভাঙা-ছেঁড়ার বোঝা
        বুকের মাঝে উঠ্‌ছে ভরি-ভরি,

গুঁড়িয়ে সে সব উড়িয়ে ফেলে' দিক্
দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া!
বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

ঘোক্‌রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক্ দিশাহারা,
দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে'
এক দমকে করুক্ লক্ষ্মীছাড়া!
সংসারেতে সংসারী ত ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্ত বড় লোক,
সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন্ তাঁরা ভবের কাজে লেগে;—
লাগুক্ মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া!
বুঝেছি ভাই কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

শপথ করে' দিলাম ছেড়ে আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলবো ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা!
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে' ফেলে'
নয়নবারি শূন্য করি' দিব,

উচ্ছ্বসিত মদের ফেণা দিয়ে
অট্টহাসি শোধন করি' নিব !
ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে'
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া !
শপথ ক'রে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া !

যুগল

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখ মম,
বন্ধ কর শ্রীমদ্ভাগবত।
শাস্ত্র যদি নেহাৎ পড়তে হবে
গীতগোবিন্দ খোলা হোক্ না তবে,
শপথ মম, বোলোনা এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ !
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর,
আজকে শুধু এক্ বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর !

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মান্‌বনাক রাজার দারোগারে,—
কেল্লা হ'তে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরা-ছুরি,
বলব, রে ভাই, বেজাব কোরোনাক,
গোল হতেছে, একটু থেমে থাক,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখ
ক্ষ্যাপার মত কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি!
একটুখানি সরে' গিয়ে কর
সঙের মত সঙিন্ ঝমঝমর,
আজ্‌কে শুধু এক্ বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর!

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে,—
ভাগ্য নামে অতিবর্ষা সম!
একদিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়ই আনে শেষাশেষি,
জানত ভাই দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাক মম!

ফাগুন মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর,
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
আমরা দুটি অমর দুটি অমর !

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে।
বনে এত বকুল ফোটে,
গেয়ে মরে কোকিলপাখী,
লতাপাতার অন্তরালে
বড় সরস ঢাকাঢাকি !
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে ?
এ সব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নীচে !

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে,
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে।

২

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান্ মুখে নানা কথা,
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা ;
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধরে' থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় ;
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
একথা সে বিশেষ বোঝে।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে!

৩

আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী,
মনুর শাস্ত্র শুধ্‌রে দিয়ে
নতুন বিধি কর্‌ব জারি-

বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সা কড়ি করুন জমা,
দেখুন্ বসে' বিষয় পত্র,
চালান্ মাম্‌লা মকদ্দমা ;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে'
যুবারা যাক্ বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্য সাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে !

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে !

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী !
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি,-
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে,

নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই,—
হায়রে আমার হতভাগ্য!
সময় যে নেই,—সময় যে নেই!

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে
ঝরে' পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু,—

তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়ই বর্ব্বরতা,—
সময় যে নেই,—সময় যে নেই!

এস আমার শ্রাবণ-নিশি,
এস আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এস আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,

তুমি এস, তুমিও এস,
তুমি এস—এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
ধরণীর নাম মর্ত্ত্যভূমি !

যে যায় চলে' বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে' কাটাই, এমন
সময় যে নেই—সময় যে নেই !

ইচ্ছে করে বসে' বসে'
পদ্যে লিখি গৃহকোণায়—
তুমিই আছ জগৎ জুড়ে—
সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায় !
ইচ্ছে করে কোনও মতেই
সান্ত্বনা আর মান্‌বনারে,
এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে,—

চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি,
তারেই শুধু আপন জেনেই,—
কখন তবে বিলাপ করি ?
সময় যে নেই,—সময় যে নেই

অতিবাদ

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে,
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দুধারে সব উদার চিত্তে
বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।

আমারো দ্বার মুক্ত পেয়ে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব!
কেন রাখব কথার ওজন?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন?
ছুটুক্ বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে ষত্ব ণত্ব!

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে'
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা !

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্য পুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি
তোমারি নাম বেড়ায় রটি ;
থাক হৃদয়-পদ্মটিতে
এক্ দেবতা আমার চিতে !—
চাইনে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি ।

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে'
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা !

ত্রিভুবনে সবার বাড়া,
একলা তুমি সুধার ধারা,
ঊষার ভালে একটি তারা,
এ জীবনে একটি আলো !—

সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে কে
সে সব কথা যাব ঢেকে,
সময় বুঝে মানুষ দেখে,
তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

সত্য থাকুন্ ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে,
এবং আমার কবির গানে,
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,

কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বল্‌বো তবু উচ্চস্বরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করচে ভুবন নূতন সৃষ্টি
মুচ্‌কি হাসির সুধার বৃষ্টি
চল্‌চে আজি জগৎ জুড়ে।

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজ্‌কে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এম্‌নি করে'
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেকজনে—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুট্‌ল নূতন চোখের কোণে।

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে,
কাল সকালে যাবে ভুলে,
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল !
হে সুন্দরী তেম্‌নি কবে
এ সব কথা ভুল্‌ব যবে
মনে রেখো আমায় তবে,—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল !

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা !

যথাস্থান

কোন্‌ হাটে তুই বিকোতে চাস্‌
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান ?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্ন পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,-

চল্‌চে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সবাই দিবারাত্র—
পাত্রাধার কি তৈল, কিম্বা
তৈলধার কি পাত্র,
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্ত-নাশন্
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস্ কি আসন ?
গান তা' শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে !

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান ?
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদপরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনীর মঞ্চ জুড়ি'
পঞ্চহাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলেনা কেউ পাতা ;
আস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা।

ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে
যত্ন পূরা মাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী
সেথায় করবি যাত্রা ?
গান তা' শুনি কর্ণমূলে
মর্ম্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান ?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
একৃজামিনের পড়ায়,
মন্‌টা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায় !
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব
সাম্‌নে আছে খোলা,
কর্ত্তৃজনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা ;—
সেইখানেতে ছেঁড়া-ছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল,
করবি কি তুই খেলা ?

গান তা' শুনে মৌন মুখে
রহে দ্বিধার ভরে,—
যাব-যাব করে!

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ
যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে, ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে।
বালিশতলে বইটি চাপা
টানিয়া লয় তারে,—
পাতাগুলিন্ ছেঁড়া-খোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে,—
কাজল-আঁকা সিঁদুর মাখা
চুলের গন্ধে ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে
চাস্ কি যেতে ত্বরা?
বুকের পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান!

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ ?

যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়
আড়াল বুঝে' আঁধার খুঁজে'
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখী তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়,
পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে ?

হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান !

বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালবাসে
কেউ বা বাস্‌তে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে।
কতকটা সে স্বভাব তাদের,
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক,—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে,
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে,
পরের ভোগে থাক্‌বে বাকি।
মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আস্‌চে এম্‌নি রকম
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম।

মনেরে আজ কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহার ছিল
লাগ্‌ল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্ত্তেকে পাঁজর গুলো
উঠ্‌ল কেঁপে আর্ত্তরবে,—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে' মর্ত্তে হবে?
ভেসে থাক্‌তে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার ত বিনাবাক্যে
টুপ্‌ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবি,—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।

মনের তাই কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্‌
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয়নি সবাই,
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
কেউ বা মরে তোমার চাপে;—

তবু ভেবে দেখ্‌তে গেলে
এম্‌নি কিসের টানাটানি ?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া' যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

মনেরে তাই কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে'
অস্তাচলে বসে' বসে'
আঁধার করে' তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে'
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্য্যটা
যত শীঘ্র পারো সারো।

খুব খানিক্‌টে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া—
মনের সঙ্গে এক রকমে
করেনে ভাই বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোল।
ভুলে যা’ ভাই কাহার সঙ্গে
কতটুকুন্ তফাৎ হ’ল।

মনেরে তাই কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

অচেনা

কেউ যে কারে চিনিনাক
সেটা মস্ত বাঁচন।
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্কি-নাচন।
বুকের মধ্যে মনটা থাকে
মনের মধ্যে চিন্তা,—
সেইখানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন্ তা’।

বাইরে যা পাই সম্‌জে নেব
　　তারি আইন-কানুন্
অন্তরেতে যা আছে তা'
　　অন্তর্যামীই জানুন্।

　　　　চাইনেরে, মন চাইনে!
　　মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
　　যে হাসি আর যে কথাটাই,
　　যে কলা আর যে ছলনাই
　　　　তাই নেরে, মন, তাই নে!

বাইরে থাকুক্ মধুর মূর্ত্তি,
　　সুধামুখের হাস্য,
তরল চোখে সরল দৃষ্টি
　　করব না তার ভাষ্য।
বাহু যদি তেমন করে'
　　জড়ায় বাহু বন্ধ
আমি দুটি চক্ষু মুদে
　　রৈব হয়ে অন্ধ।
কে যাবে ভাই মনের মধ্যে
　　মনের কথা ধর্ত্তে?
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
　　কেউটে সাপের গর্ত্তে?

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচেনাক,
মন বলে যা পায়রে
কোন জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায়রে!
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস্?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিষ?
চলেন তিনি গোপন চলে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে দিচ্চে, এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্চে।

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে!

তথাপি

তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই ;
এমন কথার দেবনাক আভাসও
আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই।
নাইক আমার কোন গরব-গরিমা
যেমন করেই কর আমায় বঞ্চিত,
তুমি না রও তোমার সোনার প্রতিমা
রবে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত।

কিন্তু তবু তুমিই থাক সমস্যা যাক্ ঘুচি।
স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি।

দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
সেটা কিন্তু বলে রাখাই সঙ্গত।
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
নিন্দা তারা করতে পারে অন্ততঃ।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায় ?
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জ্জনা।
ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয় ত পাব চারজনা।

কিন্তু তবু তুমিই থাক সমস্যা যাক্ ঘুচি।
চারের চেয়ে একের পরেই আমার অভিরুচি।

কবির বয়স

ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল,
　　কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
বসে' বসে' ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
　　শুন্‌তেছ কি পরকালের ডাক ?
কবি কহে, সন্ধ্যা হ'ল বটে,
　　শুন্‌চি বসে' লয়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি
　　আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
　　মিলন ঘটে তরুণ তরুণীতে,
ছুটি আঁখির পরে ছুইটি আঁখি
　　মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে ;—

　　কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
　　　　বীণার তারে তুল্‌বে প্রতিধ্বনি,
　　আমি যদি ভবের কূলে বসে'
　　　　পরকালের ভাল মন্দই গণি।

২

সন্ধ্যা-তারা উঠে' অস্তে গেল,
　　চিতা নিবে' এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদবর্ণ চাঁদ
　　দেখা দিল বনের একটি পারে।

শৃগালসভা ডাকে ঊর্দ্ধরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে,—
এমন কালে কোন গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
যোড়হস্তে ঊর্দ্ধে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে,—

ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে ?

৩

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,
কারো অশ্রু উছ্‌লে পড়ে' যায়,
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে ;—

কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন্ শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক্ পাক।

বিদায়

তোমরা নিশি যাপন কর
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহ—
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই !
মাথার দিব্য, উঠোনা কেউ
আগ্‌ বাড়িয়ে দিতে আমায়,
চল্‌চে যেমন চলুক তেমন
হঠাৎ যেন গান না থামায়।
আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুন্‌চি যেটা
হাতে সেটা আস্‌চে না যে।

একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থাম্‌তে যে চাই ;—
আজ্‌কে কিছু শ্রান্ত আছি,—
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই !

আঁধার আলোয় শাদায় কালোয়
দিন্‌টা ভালই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইক কোন ঝগড়া-ঝাঁটি।
মাঝে মাঝে ভেবেছিলুম
একটু-আধ্‌টু এটা-ওটা
বদল যদি পার্‌ত হতে
থাক্‌তনাক কোন খোঁটা,—
বদল হ'লে তখন মনটা
হয়ে পড়ত ব্যতিব্যস্ত,
এখন যেমন আছে আমার
সেইটে আবার চেয়ে বস্‌ত।
তাই ভেবেছি দিনটা আমার
ভালই গেছে,—কিছু না চাই—
আজ্‌কে শুধু শ্রান্ত আছি,
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই !

অপটু

যতবার আজ গাঁথনু মালা
পড়ল খসে' খসে'—
কি জানি কার্ দোষে!
তুমি হোথায় চোখের কোণে
দেখ্‌চ বসে' বসে'!
চোখ দুটিরে প্রিয়ে
শুধাও শপথ নিয়ে
আঙুল আমার আকুল হ'ল
কাহার দৃষ্টিদোষে?

আজ যে বসে' গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে।
মধুর হাসি খেলে তোমার
চতুর রাঙা ঠোঁটে।
কেন এমন ত্রুটি?
বলুক্ আঁখি দুটি।
কেন আমার রুদ্ধকণ্ঠে
কথাই নাহি ফোটে।

রেখে দিলাম মাল্য বীণা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে'
বসি পায়ের পাশে।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে
এমন কোন কর্ম্ম দেহ
অকর্ম্মণ্য দাসে।

উৎসৃষ্ট

মিথ্যে তুমি গাঁথ্‌লে মালা
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি কণ্ঠে আমার
দেবে তুলে?
দাও ত ভালই, কিন্তু জেনো
হে নির্ম্মলে,
আমার মালা দিয়েছি ভাই
সবার গলে।
যে কটা ফুল ছিল জমা
অর্ঘ্যে মম

উদ্দেশেতে সবায় দিনু :—
নমো নমঃ।

কেউ বা তাঁরা আছেন কোথা
কেউ জানেনা,
কারো বা মুখ ঘোম্‌টা-আড়ে
আধেক চেনা,—
কেউ বা ছিলেন অতীত কালে
অবন্তীতে,
এখন তাঁরা আছেন শুধু
কবির গীতে।
সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে
পরিচ্ছদে
কহেন বিধি—তুভ্যমহং
সম্প্রদদে।

হৃদয় নিয়ে আজকি প্রিয়ে
হৃদয় দেবে?
হায় ললনা সে প্রার্থনা
ব্যর্থ এবে।
কোথায় গেছে সেদিন আজি
যেদিন মম
তরুণকালে জীবন ছিল
মুকুল সম;

সকল শোভা সকল মধু
গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে বদ্ধ ছিল
বন্দী মত।

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে
অনেক দূরে,—
অনেক দেশে অনেক বেশে
অনেক সুরে।
কুড়িয়ে তারে বাঁধ্‌তে পারে
একটি থানে
এমনতর মোহন মন্ত্র
কেউ বা জানে!
নিজের মনত দেবার আশা
চুকেই গেছে,
পরের মনটি পাবার আশায়
রৈনু বেঁচে।

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাস্‌বি কিনা
বুঝ্‌ব কেমন করে'?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
ঠাট্টা করে' ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাস্‌বি কিনা
বুঝবো কেমন করে'?
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;

উল্টা করে' বলি আমি
সহজ কথাটাই।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যর্থ করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

সোহাগভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে' পাব কিনা
বুঝব কেমন ক'রে ?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
গর্ব্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে,
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের পরে বুকের কথা
উথ্‌লে ওঠে পাছে।

অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই
না আসি তোর কাছে।
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয় রে পাছে।
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই ;
স্পর্দ্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

পরামর্শ

সূর্য্য গেল অস্তপারে,—
লাগ্‌ল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠ্‌ল হাহা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রাণীর দেশে
নূতন সাজে সেজে ?
এবার যদি বাতাস উঠে'
তুফান জাগে শেষে
ফিরে আস্‌বি নে যে !

অনেকবার ত হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী !
সিন্ধুপানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রসারসি।

এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোর
ভরে' উঠ্‌ছে জলে।
অশ্রু সেঁচে' চল্‌বি কত
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে।

এবার তবে ক্ষান্ত হ'রে
ওরে শ্রান্ত তরী !
রাখ্‌রে আনাগোনা !
বর্ষ-শেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি,
ঐ যেতেছে শোনা।
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি' ;
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি'।

ইচ্ছা যদি করিস্ তবে
এপার হতে পারে
যাস্‌বে খেয়া বেয়ে।

আন্‌বে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে।
ওপারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী,
সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু
এঘাট ওঘাট,
ইচ্ছা করিস যদি।

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধরে' বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্ব্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়বেনাক আর,
হায় রে মরণ-লুভী।
ঘাটে সে কি রৈবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা-ডুবি।

ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী
হে প্রেয়সী!

বল্‌চে—কবি তোমার ছবি
আঁকচে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে;
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাক্‌চে শেষে বাংলা দেশে
উচ্চ কথা।

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী
হে প্রেয়সী!

২

সে কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রাণী!

ফেলুক্ মুছি' হাস্য-শুচি
তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
কর রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।

তাই কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রাণী!

৬

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—

ঠেক্‌ল কখন্ তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়

পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।

৪

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্ত্তি-কলাপ।

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

৫

সে সব ক্ষতি পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি।
হরিণ-আঁখি।

লোকের মনে সিংহাসনে
নাইক দাবী,
তোমার মনো-গৃহের কোনো
দাও ত চাবী।
মরার পরে চাইনে ওরে
অমর হ'তে।
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।

খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি।
হরিণ-আঁখি।

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,

একটী শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বস্‌ত সন্ধ্যা হ'লে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।

জীবনতরী বহে' যেত
মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে।

২

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাকৃতনাক ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইক মৃত্যু জরা।

ছ'টা ঋতু পূর্ণ করে'
ঘট্‌ত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্ত্তা তাহার
রৈত কাব্যে গাঁথা

২

তত্তদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এম্‌নি কটু বল্‌ব তাকে।
যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৩

বল্‌ব, এসব কি পুরাতন।
আগাগোড়া ঠেক্‌চে চুরি।
মনে হচ্চে, আমিও এমন
লিখ্‌তে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।
আরো যে সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজচে ব্যথা,
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন

৪

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদি পুনর্জন্মে
হও পুনর্ব্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম কসে' বসে' বসে'
প্রতিবাদের প্রতি বচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৫

লিখব, ইনি কবি সভায়
হংস মধ্যে বকো যথা।
তুমি লিখবে—কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা।
আমি তোমায় বলব—মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে—রূঢ়,
তার পরে যা লেখালেখি
হবে না সে রুচি-রোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব
আমি কড়া সমালোচন।

কবি

আমি যে বেশ সুখে আছি
অন্তত: নই দুঃখে কৃশ,
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।
সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে।
কিন্তু সেটা এত সুদূর
এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কি না আছে, তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির
মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ,
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
জানেনা সেই খবর কেহ।

কাব্য পড়ে' যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো

আঁধার করে' রাখেনি মুখ,
দিবারাত্রি ভাঙচে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্য মুখেই বয় গো।

ভালবাসে ভদ্র সভায়
ভদ্র পোষাক পরতে অঙ্গে,
ভালবাসে ফুল্ল মুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে,
মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাস্‌তে হবে
একেক সময় দিব্যি বুঝে।
সাম্‌নে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্য মনে;
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
রয় না বসে' ঘরের কোণে।
বন্ধুরা কয়, লোকটা রসিক,
কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি?
শত্রুরা কয়, লোকটা হাল্কা,
কিছু কি তার নাইক ভিত্তি?

কাব্য দেখে' যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।

চাঁদের পানে চক্ষু তুলে'
রয়না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো।

সুখে আছি লিখ্‌তে গেলে
লোকে বলে, প্রাণটা ক্ষুদ্র।
আশাটা এর নয়ক বিরাট,
পিপাসা এর নয়ক রুদ্র।
পাঠকদলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর ;
বলে, একটু হেসে খেলেই
ভরে' যায় এর মনের জঠর।
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যা যদি হয় সে, তবু
ফেলো পাঠক চোখের সলিল।
তাহার পরে আশিষ কোরো
রুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষুব্ধ বুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।

কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।

বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।
সহজ লোকের মতই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহ আমায় ধনী,
তাহা হ'লে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনী।

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মত চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রৈব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

২

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি,
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি'
কূল-কিনারা পরিহরি,
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে!
মর্‌বনা আর ব্যর্থ আশায়
বালু মরুর তীরে।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

৩

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে;
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক্ মারে মেঘে

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেণায় ফেণা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাবত তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈবনা আর কভু।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

৪

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইচে নগ-নদী।
সোনার রেণু আন্‌ব ভরি
সেথায় নামি যদি।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

৫

অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্চি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।

নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে'
অপূর্ব্ব ধন যত।
ভিখারী মোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মত।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

বিদায় রীতি

হায় গো রাণী, বিদায় বাণী
এম্‌ন করে শোনে ?
ছি ছি ঐ যে হাসিখানি
কাঁপচে আঁখিকোণে !
এতই বারে বারে ফিরে'
মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে,
ভাব্‌চ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে' ঘুরে'
ফিরে' আস্‌বে আবার।

আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য করে'ই বলি
আমারো সেই সন্দেহ হয়
ফিরে' আস্‌ব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমা-রাত আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায়,—
এরাও ত নয় যাবার।
সহস্রবার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার।

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়োনাকো।
ভ্রমক্রমে ক্ষণেকতরে
এনো গো জল আঁখির পরে,
আকুল স্বরে যখন কব—
সময় হ'ল যাবার।
তখন না-হয় হেসো, যখন
ফিরে আস্‌ব আবার।

নষ্ট স্বপ্ন

কাল্‌কে রাতে মেঘের গরজনে,
রিমিঝিমি বাদল-বরিষণে,
ভাব্‌তেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্ত্তি ধরে'
বাদ্‌লা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি।
বৃথা স্বপ্নে কাট্‌ল সারারাতি।

হায় রে, সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি ;
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে '
আমি চলি আমার শূন্য পথে।

কাল্‌কে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত,
মিথ্যা যদি মধুররূপে
আস্‌ত কাছে চুপে চুপে
তাহা হ'লে কাহার হয় ক্ষতি ?
স্বপ্ন যদি ধর্‌ত সে মূরতি ?

একটি মাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্চে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারের স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরু-পাহাড় দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল,
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল

২

রৌদ্র তখন মাথার পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের পরে,
আকুল প্রাণে নিইনি তাহার
শীতল পরিমল।
রেখেছিলেম লুকিয়ে, আমার
একটি আঙুর ফল।

৩

বেলা যখন পড়ে' এল,
রৌদ্র হ'ল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠ্‌ল হুহু
ধূধূ বালুর ডাঙা ;—
থাক্‌তে দিনের আলো,
ঘরে ফেরাই ভালো,—
তখন খুলে দেখ্‌নু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল,
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল।

সোজাসুজি

হৃদয়পানে হৃদয় টানে,
নয়নপানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়ক মোটে।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে,
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি,
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি

২

বসন্তী-রং বসনখানি
নেশার মত চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যুথীর মালা
স্তুতির মত বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া, একটু রাখা,
একটু প্রকাশ, একটু ঢাকা,
একটু হাসি, একটু সরম,
দু'জনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি

৩

মধুমাসের মিলনমাঝে
মহান্ কোন রহস্য নেই,
অসীম কোন অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মত নাইক কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৪

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত।
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
করিনে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৫

শুনেছিনু প্রেমের পাথার
নাইক তাহার কোন দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা ;
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
অনেক বাঁকা গলি ঘুঁজি।
আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি

অসাবধান

আমায় যদি মনটি দেবে,
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ার খানা,
ভোলা আমার প্রাণ,
কখন যে কার আনাগোনা,
নইক সাবধান।

বিচ্ছেদ(ও) সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মত
মন্দগতি চল্‌ত রচি'
দীর্ঘ করুণ গাথা।

আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাক্‌তনাক
কিছুমাত্র ত্বরা।

৩

অশোক কুঞ্জ উঠ্‌ত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে ;
বকুল হ'ত ফুল্ল, প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।

প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মত।
কোনো নামটি মন্দালিকা
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝঙ্কারিত কত।

আস্‌ত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক শাখা উঠ্‌ত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।

৪

কুরবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈত হাতে
কি জানি কোন্ কাজে।

অলক সাজ্‌ত কুন্দফুলে,
শিরীষ পর্‌ত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নব-নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধুঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখ্‌ত মুখে বালা

কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাক্‌ত সাজে,
কুরবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে।

৫

কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংস-মিথুন আঁকা।

বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রৈত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গণিত বসে'।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুল্‌ত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে' খসে'।

মিলন-রাতে বাজ্‌ত পায়ে
নূপুর দুটি বাঁকা ;
কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা।

৬

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।

কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ কর্ত্ত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কৈত শৌরসেনী,
বল্‌ত সখার গলা ধরে'—
হলা পিয় সহি।

জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে।

৭

নবরত্নের সভার মাঝে
রৈতাম একটি টেরে,
দূর হৈতে গড় করিতাম
দিঙনাগাচার্য্যেরে।

আশা করি নামটা হ'ত
ওরি মধ্যে ভদ্রমত,
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিম্বা বসুভূতি।

স্রগ্ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি' দুটি চারটি
ছোটখাটো পুঁথি।

ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোক-রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে
রৈতাম একটি টেরে।

৮

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে।

কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।

ছল ক'রে তার বাধ্‌ত আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে।

৯

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ শাল।

হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।

কোন্ স্বরগে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল!
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল।

১০

যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন
সে সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরি দুঃখে আমায়
করচে অন্যমনা।

তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেম্‌নি বকুল ফোটে গাছে,
যদিও সে পায় না নারীর
মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিণ হতে বাতাসটুকু
তেম্‌নি লাগে মিঠা।

অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইক কোথাও
সে সব বরাঙ্গনা।

১১

এখন যাঁরা বর্ত্তমানে,
আছেন মর্ত্তলোকে,
মন্দ তারা লাগ্‌ত না কেউ
কালিদাসের চোখে।

পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্চে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।

মর্‌ব না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্যনামে
আছেন মর্ত্ত্যলোকে

১২

আপাতত এই আনন্দে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস ত নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি ত পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান্‌নি মহাকবি।

বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।

প্রিয়ে তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে।

প্রতিজ্ঞা

আমি হবনা তাপস, হবনা, হবনা,
যেমনি বলুন্ যিনি।
আমি হবনা তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুল বন,
যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
তবে হবনা তাপস, হবনা, যদি না
পাই সে তপস্বিনী।

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন মল
রিণিকি ঝিনি
আমি হবনা তাপস, হবনা, যদি না
পাই গো তপস্বিনী॥

আমি হবনা তাপস, তোমার শপথ,
যদি সে তপের বলে
কোন নূতন ভুবন না পারি গড়িতে
নূতন হৃদয় তলে।
যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরম দ্বার,
কোনো নূতন আঁখির ঠার
না লই চিনি।
আমি হবনা তাপস, হবনা, হবনা,
না পেলে তপস্বিনী।

পথে

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে ;
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মত জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।
আমি কোথায় চলেছিলেম
অকারণে !

জলের ধারে কুটীরখানি
পাতা-ঢাকা,
দ্বারের পরে নুয়ে পড়ে
নিম্বশাখা।
ঐ যে শুনি মাঝে মাঝে—
না-জানি কোন নিত্যকাজে
কোথায় দুটি কাঁকন বাজে
গৃহকোণে।
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে !

দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক্ হীরা,
শর্ষেক্ষেতে উঠ্‌চে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে!

আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে।
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শানে বাজ্‌চে কলস
ক্ষণে ক্ষণে।
সে সব কথা ভাব্‌চি বসে'
অকারণে!

দীর্ঘ হয়ে পড়্‌চে পথে
বাঁকা ছায়া,

গোষ্ঠ ঘরে ফিরচে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে ক্ষেতের পরে
ধূসর আলো ধূধূ করে,
বসে' আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।
আবার ধীরে চল্‌চি ফিরে
অকারণে!

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক;
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাৎ,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক!

২

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে ;
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে।
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে।

৩

ওরে বিহান্ হল জাগরে ভাই
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ঐযে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠ্‌ল ঘরে ঘরে।
হের মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর রেণু,
হের আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ-দোহন করে
ওরে বিহান্ হল জাগরে ভাই
ডাকে পরস্পরে।

৪

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে,
তরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরি কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া তরীর পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কপালখানি তুলে।
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে।

৫

মোরা নব-নবীন ফাগুন রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুল-রশি
দিবে নীপশাখায় কসি'
যবে দখিন বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠ্‌বে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে।

৬

আমি হবনা ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাবনা আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক
যদি ননী-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোকনীপের ছায়ে
আমি কোনজন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।

কর্ম্মফল

পরজন্ম সত্য হলে'
কি ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টানবে ধরে'
বাংলা দেশের এ রাজধানী।
গদ্যপদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

পথের ধারে বাড়ি আমার,
থাকি গানের ঝোঁকে,
বিদেশী সব পথিক এসে
যেথা-সেথাই ঢোকে।
ভাঙে কতক, হারায় কতক
যা আছে মোর দামী
এমনি করে' একে একে
সর্ব্বস্বান্ত আমি।

আমায় যদি মনটি দেবে—দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ।

আমায় যদি মনটি দেবে,
নিষেধ তাহে নাই;
কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরোনা কেউ দায়ী।
ভুলে যদি শপথ করে'
বলি কিছু কবে,
সেটা পালন না করি ত
মাপ করিতেই হবে।
ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে,
রাগ কোরোনা চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হ'লে।

কোন দিন বা পূজার সাজি
কুসুমে হয় ভরা,
কোন দিন বা শূন্য থাকে,
মিথ্যা সে দোষ ধরা।

আমায় যদি মনটি দেবে—নিষেধ তাহে নাই ;
কিছুর তরে আমায় কিন্তু কোরোনা কেউ দায়ী

আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে ;
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে।
দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নবরাগের বাঁশি,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।
প্রশ্ন যদি শুধাও কভু
মুখটি রাখি বুকে,
মিথ্যা কোন জবাব পেলে
হেসো সকৌতুকে।
যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকতে দিয়ো।
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।

আমায় যদি মনটি দেবে—রাখিয়া যাও তবে ;
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাকৃতে হবে।

স্বল্পশেষ

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই।
আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান
তাই নিয়ে কি রাচ' দিব
একটি ছোট গান ?
একটি ছোট মালা, তোমার
হাতের হবে বালা,
একটি ছোট ফুল, তোমার
কানের হবে দুল ;
একটি তরুতলায় বসে
একটি ছোট খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধেবেলায়।

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।

যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়!
বর্ষা নদী পার হবি কি ওই?
হায় গো হায়!
অকূল মাঝে ভাস্‌বি কেগো
ভেলার ভরসায়?
আমার তরীখান
সৈবে না তুফান;
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান,
শান্ত তীরে তীরে, তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে;
একটি কুমুদ তুলে, তোমার
পরিয়ে দেব চুলে।
ভেসে ভেসে শুন্‌বে বসে
কত কোকিল ডাকে
কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।
ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—সত্য করি' কই,
হায় গো পথিক হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে পার হব না ওই
আকুল যমুনায়।

কূলে

আমাদের এই নদীর কূলে
নাইক স্নানের ঘাট,
ধূধূ করে মাঠ।
ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ্ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।
সকাল বেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের পরে,
নৌকা চলে দু'একখানি
অলস বায়ুভরে।
আঘাটাতে বসে রৈলে
বেলা যাচ্চে বয়ে ;—
দাও গো মোরে কয়ে'
ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই ?
সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই।

আমাদের এ নদীর কূলে
ভাঙা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।

দূর গ্রামের দু'একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারাদিবস ধরি'।
জলের পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর শাখা হ'তে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।
ঘাসের পরে অশথতলে
যাচ্চে বেলা বয়ে ;—
দাও আমারে কয়ে'
আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই ?
সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।

আছে, আছে স্থান !
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
না হয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি,
এমন কিছু নয় সে বেশী,

না হয় কিছু ভারি হবে
আমার তরীখান,—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি ?
আছে, আছে স্থান !

এস, এস নায়ে !
ধূলা যদি থাকে কিছু
থাক্‌না ধূলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ বরণ
বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই
এস, এস নায়ে !

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেকতরে
বস্‌বে আমার তরী পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা
এলে যদি তুমিও এস,
যাত্রী আছে নানা।

কোথা তোমার স্থান ?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান ?
বল্‌তে যদি না চাও, তবে
শুনে আমার কি ফল হবে ;
ভাব্‌ব বসে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি,
কোথা তোমার স্থান

একগাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক ।
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে ।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,

আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুইটি পাড়ায় বড়ই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসম ফুলের ডালা
বেচ্‌তে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

আমাদের এই গ্রামের গলি পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে,
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শন।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খাঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুই তীরে

আমি ভালবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু'একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

আমি ভালবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।

২

তুমি ভালবাস তোমার
ঐ ওপারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুইধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

সকাল সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে, ভাসায় ভেলা।

তুমি ভালবাস তোমার
ঐ ওপারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৩

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে এক(ই) গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি, শুয়ে
বিজন বালু ভুঁয়ে,
তুমি শোন, কাঁখের কলস
ঘাটের পরে থুয়ে।

তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে এক(ই) গান সে
শোনায় নিরবধি।

অতিথি

ঐ শোন গো অতিথ্ বুঝি আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ রাখ তোমার কাজ,
রাখ কাজ!

শুন্‌চ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ।

পায়ে পায়ে বাজিয়োনাক মল,
ছুটোনাক চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ।

ঐ শোন গো অতিথ্‌ এল আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ রাখ তোমার কাজ,
রাখ কাজ।

২

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।

আঁধার কিছু নাইক আঙিনাতে,
আজ্‌কে দেখ ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আকাশ আলোময়।
না-হয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি,
যদি শঙ্কা হয়।

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।

৩

না-হয় কথা কোয়োনা তার সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।

প্রশ্ন যদি শুধায় কোন-কিছু
নীরব থেকো মুখটি করে নীচু
নম্র দু-নয়নে।
কাঁকন যেন ঝঙ্কারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আন্‌বে যবে সাথে
অতিথি সজ্জনে।

না-হয় কথা কোয়োনা তার সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।

৪

ওগো বধূ হয়নি তোমার কাজ ?
গৃহ-কাজ ?
ঐ শোন কে অতিথ্ এল আজ,
এল আজ।

সাজাওনি কি পূজারতির ডালা ?
এখনো কি হয়নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ ?
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই কি শিরে ?
হয়নি সন্ধ্যাসাজ ?

ওগো বধূ হয়নি তোমার কাজ ?
গৃহ-কাজ ?
ঐ শোন কে অতিথ এল আজ,
এল আজ।

সম্বরণ

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।
আজকে কেবল বউকথাকও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে,
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সাম্‌নে অশোক টগর চাঁপা চামেলি।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

এম্‌নিতর বাতাস-বওয়া সকালে
নিজেরে মন হাজারো বার ঠকালে।
আপ্‌নারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ সকলে।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

ভেবেছি তাই আজকে কিছুই গাবনা,
গানের সঙ্গে গলিয়ে প্রাণের ভাবনা,
আপ্‌না ভুলে ওরে ভাবোন্মাদ,
দিস্‌নে ভেঙে তোর বেদনা বাঁধ,
মনের সঙ্গে মনের কথা গাঁথা সে।
গাবনা গান আজকে দখিন বাতাসে।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

বিরহ

তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।
সূর্য্য তখন মাঝ গগনে
রৌদ্র খরতর।
ঘরের কর্ম্ম সাঙ্গ করে'
ছিলেম তখন একলা ঘরে,
আপন মনে বসে' ছিলেম
বাতায়নের পর।
তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।

২

চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের
নানা গন্ধ নিয়ে,
আস্‌তেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাক্‌তেছিল শ্রান্তি-বিহীন,
একটি ভ্রমর ফির্‌তেছিল
কেবল গুন্‌গুনিয়ে।
চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের
নানা বার্ত্তা নিয়ে।

৩

তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউ শাখাতে উঠ্‌তেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতি সুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভরে'
একটি কাহার নাম।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।

৪

ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে।
আঁবাধা চুল উড়তেছিল
উদাস হাওয়া লেগে।
তটতরুর ছায়ার তলে
ঢেউ ছিল না নদীর জলে,
তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল
শুভ্র অলস মেঘে।
ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে

৫

তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।
শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে
রৌদ্র খরতর।
নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত দুটি কেবল ডাকে,
একলা আমি বাতায়নে,
শূন্য শয়ন ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই পহর।

ক্ষণেক দেখা

চলেছিলে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে,
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা ফাঁকে?
ঐটুকু যে চাওয়া,
দিল একটু হাওয়া
কোথা তোমার ওপার থেকে
আমার এপার পরে।
অতি দূরের দেখাদেখি
অতি ক্ষণেক তরে।

২

আমি শুধু দেখেছিলেম
তোমার দুটি আঁখি।
ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার মাঝে
ত্রস্ত দুটি পাখি।
তুমি এক নিমিখে
চেয়ে আমার দিকে
পথের একটি পথিকেরে
দেখ্‌লে কতখানি,
একটুমাত্র কৌতূহলে
একটি দৃষ্টি হানি?

৩

যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রৈলে ঢাকা।
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেম্‌নি রৈনু ফাঁকা।
তবে কিসের তরে
থাম্‌লে লীলাভরে
যেতে যেতে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে?
একটুখানি ফিরে কেন
দেখ্‌লে ঘোমটা-ফাঁকে

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্
পসরা লয়ে?
সন্ধ্যা হ'ল, ঐ যে বেলা
গেল রে বয়ে।

যে-যার বোঝা মাথার পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
উঠ্‌ল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি
নদীর তীরে তীরে।

কিসের আশে ঊর্দ্ধশ্বাসে
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস্
পসরা লয়ে?

সুপ্তি দিল বনের শিরে
হস্ত বুলায়ে,
কাকা ধ্বনি থেমে গেল
কাকের কুলায়ে।

বেড়ার ধারে পুকুর পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে পড়ে' এল,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা।
হের ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্ত জনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে
বিরাম-সুধা-মাখা।

সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্
পসরা লয়ে?

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে, ঘরের
বাহিরে!
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,

কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি রে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে !

২

ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।

৩

শোন শোন ওই পারে যাবে বলে'
কে ডাকিছে বুঝি মাঝি রে ?
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,

দরদরবেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে।

৪

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর
নাহিরে।
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে ?
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন্‌ কটাক্ষে চায়
কিছু ত পারিনে জান্‌তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?

দুটি বোন তারা করে কাণাকাণি
কি না জানি জল্পনা।
গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি,
কি গোপন মন্ত্রণা ?
আসে যবে এইখানে
চায় দোঁহে দোঁহাপানে,
কাহারো মনের কোন কথা তারা
করেছে কি কল্পনা ?
দুটি বোন তারা করে কাণাকাণি
কি না জানি জল্পনা।

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
জল উঠে উচ্ছলি ?
চপল চক্ষে তরল তারকা
কেন উঠে উজ্জ্বলি ?
যেতে যেতে নদীপথে
জেনেছে কি কোনমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
দুলে উঠে চঞ্চলি ?
এইখানে এসে ঘট হতে জল
কেন উঠে উচ্ছলি ?

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
পড়েছে চোখের প্রান্তে ?
কৌতুকে কেন ধায়
সচকিত দ্রুত পায় ?
কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি
ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে ?
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে ?
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ?

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে বসে' অমল বসনে
শ্যামল বসনে ?

সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে ।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে বসে' শ্যামল বসনে ?

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে ।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

বিকচ-কেতকী তটভূমি পরে
কে বেঁধেছে তা'র তরণী
তরুণ তরণী ?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরাণ-হরণী ।

বিকচ-কেতকী তটভূমি পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।

দুর্দ্দিন

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।
কাননের পথ ভেসে গেছে জলে,
বেড়াগুলি ভেঙে পড়েছে ভূতলে,
নব ফুটন্ত ফুলের দণ্ড
লুটায় তৃণের সনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।

২

হের গো আজিও প্রভাত-অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।
রহি রহি আজো ঘনায়ে ঘনায়ে
ঝরিছে বাদল ধারা।
মাতাল বাতাস আজো থাকি থাকি
চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি,
জড়িত পাখায় সিক্ত শাখায়
দোয়েল দেয় না সাড়া।
আজিও আঁধার প্রভাতে অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।

৩

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বারবার,
ফুলের অভাব ঘটেনি তোমার
বন আলো করি ফুটেছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি।
এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি।

৪

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?
কাল যাহা ছিল সে ছায়া সে আলো
সে গন্ধগান নাই।
তবু ক্ষণকাল রহ ত্বরাহীন;
ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন
ভূতল হইতে যতনে তুলিয়া
ধুয়ে ধুয়ে দিব তাই।
আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?

৫

এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।
প্রভাত আজিকে অরুণবিহীন
কুসুম লুটায় বনে।
যাহা আছে লও প্রসন্ন করে,
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে,
ঐ যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষণে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জনি কি ভাবি মনে।

অবিনয়

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুল বীথিকা মুকুলে মত্ত
কানন পরে;
নব কদম্ব মদিরগন্ধে
আকুল করে।

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ,
করিয়ো ক্ষমা।
হের আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খণে খণে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি।
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি।

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান
করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,

নদী কূলে কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্ম্মর স্বরে
নবীন পাতা ;
সজল পবন দিশে দিশে তুলে
বাদল গাথা।

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হ'তে পারে,
করিয়ো ক্ষমা।
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনখানে কারো নাহি কোন কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ
যেন সে আঁকা।
বর্ষণ-ঘন শীতল আঁধারে
জগৎ ঢাকা।

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দু'খানি কালো আঁখি পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘ্‌লা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।
কালো? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হ'ল দেখে'
ডাক্‌তেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশপানে হানি' যুগল ভুরু
শুন্‌লে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ!

পূবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আ'লের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।

আমার পানে দেখ্‌লে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্‌
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ !

এম্‌নি করে' কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এম্‌নি করে' কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এম্‌নি করে' শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্‌
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্‌
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ভর্ৎসনা

মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?
আমি তোমার পাড়ার প্রান্ত দিয়ে
চলেছিলেম আপন গৃহদ্বারে।
যেথা আমার বাঁধা ঘাটের কাছে
দুটি চাঁপায় ছায়া করে' আছে,
জামের শাখা ফলে আঁধার করা
স্বচ্ছগভীর পদ্মদীঘির ধারে।
তুমি আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?

২

আজ ত আমি মাটির পানে চেয়ে
দীনবেশে যাইনি তোমার ঘরে।
অতিথ্ হয়ে দিইনি দ্বারে সাড়া,
ভিক্ষাপাত্র নিইনি কাতর-করে।
আমি আমার পথে যেতে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
ঘনশ্যামল তমাল তরুমূলে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড দুয়ের তরে।
নতশিরে দু'খানি হাত যুড়ি'
দীনবেশে যাইনি তোমার ঘরে।

৩

আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই ত যূথীর একটি দল।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই ত ফল!
আছি শুধু পথের প্রান্তদেশে,
দাঁড়ায় যেথা সকল পান্থ এসে,
নিয়েছি এই শুধু গাছের ছায়া
পেয়েছি এই তরুণ তৃণতল।
আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই ত যূথীর একটি দল।

৪

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।
আষাঢ় মেঘে হঠাৎ এল ধারা
আকাশ-ভাঙা বিপুল বরষায়।
ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো তালে
উঠ্‌ল নৃত্য বাঁশের ডালে ডালে,
ছুট্‌ল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী
ভগ্নরণে ছিন্ন কেতুর প্রায়।
শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।

৫

কেমন করে' জান্‌ব মনে আমি
কি যে আমায় ভাব্‌লে মনে মনে ?
কাহার লাগি' একলা ছিলে বসে'
মুক্তকেশে আপন বাতায়নে ?
তড়িৎশিখা ক্ষণিকদীপ্তালোকে
হান্‌তেছিল চমক্ তোমার চোখে,
জান্‌ত কেবা দেখ্‌তে পাবে তুমি
আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে।
কেমন করে' জান্‌ব মনে আমি
আমায় কি যে ভাব্‌লে মনে মনে ?

৬

বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে'।
থেমে এল বাতাস বেণুবনে,
মাঠের পরে বৃষ্টি এল ধরে'।
তোমার ছায়া দিলেম তবে ছাড়ি,
লও গো তোমার ভূমি-আসন কাড়ি,
সন্ধ্যা হ'ল, দুয়ার কর রোধ,
যাব আমি আপন পথপরে।
বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে'।

৭

মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?
আছে আমার নতুন-ছাওয়া ঘর
পাড়ার পরে পদ্মদীঘির ধারে।
কুটীরতলে দিবস হ'লে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মত,
আমি কারো চাইনে কোন দান
কাঙাল বেশে কোন ঘরের দ্বারে।
মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হ'ল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুসি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মত,
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি ;
একটি রাঙা লাঠি কিন্‌বে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ।
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

খেলা

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবসরাতি,
ছিল না কেউ খেলার সাথী,
একলা বসে' পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

হঠাৎ হ'ল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে,
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল কখন
দ্বিগুণ বেগে।
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগলপারা,
পাতার ভেলা ডুব্‌ল নালার
তুফান লেগে।
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল যখন
দ্বিগুণ বেগে।

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে,
হ'ত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,
আর কিছু তার ছিল না কাজ
ত্রিভুবনে।
হ'ত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাট্‌ল বেলা,
ভাব্‌তেছিলেম এতদিনের
নানান্ খেলা।
ভাগ্যপরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ।
পড়ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা।
ভাব্‌তেছিলেম এতদিনের
নানান্ খেলা।

কৃতার্থ

এখনো ভাঙেনি ভাঙেনি মেলা,
নদীর তীরের মেলা।
এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার,
এখনো রয়েছে বেলা।
ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম,
যাহা ছিল বুঝি সবি খোয়ালেম,
আছে আছে তবু আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে আজ ঘটে নাই
কেবলি ফাঁকি।

২

বেচিবার যাহা বেচা হয়ে গেছে
কিনিবার যাহা কেনা;
আমি ত চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি
সকল পাওনা দেনা।
দিন না ফুরাতে ফিরিব এখন;
প্রহরী চাহিছ পসরার পণ?
ভয় নাই ওগো আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি।

৩

কখন্ বাতাস মাতিয়া আবার
　　মাথায় আকাশ ভাঙে।
কখন্ সহসা নামিবে বাদল
　　তুফান উঠিবে গাঙে।
তাই ছুটাছুটি চলিয়াছি ধেয়ে ;
পারাণীর কড়ি চাহ তুমি নেয়ে ?
কিসের ভাবনা, আছে আছে, কিছু
　　রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
　　কেবলি ফাঁকি।

৪

ধানক্ষেত বেয়ে বাঁকা পথখানি,
　　গিয়েছে গ্রামের পারে।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়িয়েছিলেম
　　নিরালা কুটীর দ্বারে।
থামিল বাদল, চলিনু এবার ;
হে দোকানী চাও মূল্য তোমার ?
ভয় নাই ভাই আছে আছে, কিছু
　　রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
　　সকলি ফাঁকি।

৫

পথের প্রান্তে বটের তলায়
বসে' আছ এইখানে,—
হায় গো ভিখারী চাহিছ কাতরে
আমারো মুখের পানে!
ভাবিতেছ মনে বেচাকেনা সেরে
কত লাভ করে' চলিয়াছে কে রে!
আছে আছে বটে আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি।

৬

আঁধার রজনী, বিজন এ পথ,
জোনাকি চমকে গাছে।
কে তুমি আমার সঙ্গ ধরেছ
নীরবে চলেছ পাছে?
এ ক'টি কড়ির মিছে ভার বওয়া,
তোমাদের প্রথা কেড়েকুড়ে লওয়া
হবেনা নিরাশ, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি।

৭

নিশি দু'পহর পঁহুছিনু ঘর
দু'হাত রিক্ত করি।
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখী সম এলে মোর বুকে ।
আছে আছে, বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি।

স্থায়ী-অস্থায়ী

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা,
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজ্‌ল বুকে ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা!
বেলা যখন পড়ে' এল
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা!

আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুটবে যথা-তথা,
অনেক গন্ধ অনেক মধু
অনেক কোমলতা।
হে সংসার, হে লতা!
সে ফুল তোলার সময় ত আর
নাহি আমার হাতে।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা!

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে' আছি আমি,
ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি',
খেয়াল-খবর রাখিনে ত কোন-কিছুরি,
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে' থাকি নীচুতেই, থাকি
নীচুতে।

হাল ছেড়ে আজ বসে' আছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

২

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে।
তাই বলে' কিছু কাড়াকাড়ি করে'
কাড়িনে।

যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
বকিনে কারেও, শুনিনে কাহারো বকুনি,
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের
নাড়িনে।

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে।
তাই বলে' কিছু তাড়াতাড়ি করে'
কাড়িনে।

৩

মন-দেয়া নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে-
চরণে।

আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-
বরণে।

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে-
চরণে।

৪

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে' খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

বুক-ভাঙা বোঝা নেবনারে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে' তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে' খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

৫

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

মধুকর-সম ছিনু সঞ্চয়-প্রয়াসী,
কুসুম-কান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী,
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে,
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-
শয়নে।

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,-
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

৬

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে ;

যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে
নীচুতে।

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

যৌবন-বিদায়

ওগো যৌবন-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে', দিলেম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই না দাঁড়-বাওয়া,
তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন হাওয়া।
কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি,
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
কত পাগল বান।
এপার হতে ওপার ছেয়ে
ঘন মেঘের সারি,

শ্রাবণ দিনে ভরা গাঙে
দু'কূল-হারা পাড়ি।
অনেক খেলা অনেক মেলা,
সকলি শেষ করে'
চল্লিশেরি ঘাটের থেকে—
বিদায় দিনু তোরে।

ওগো তরুণ তরী,
যৌবনেরি শেষ ক'টি গান দিনু বোঝাই করি।
সে সব দিনের কান্না হাসি,
সত্য মিথ্যা ফাঁকি,
নিঃশেষিয়ে যাস্‌রে নিয়ে
রাখিস্‌নে আর বাকি।
নোঙর দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর,
চাহিস্‌নে আর পাছে,
ফিরে ফিরে ঘুরিস্‌নে আর
ঘাটের কাছে কাছে।
এখন হ'তে ভাঁটার স্রোতে
ছিন্ন পালটি তুলে,
ভেসে যা'রে স্বপ্ন সমান
অস্তাচলের কূলে।
সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে
নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহু দিনের বোঝা তোমার—
চির-নিদ্রার দেশে।

ওরে আমার তরী,
পারে যাবার উঠ্‌ল হাওয়া ছোট্‌রে ত্বরা করি
যে দিন খেয়া ধরেছিলেম
ছায়া বটের ধারে,
ভোরের সুরে ডেকেছিলেম
কে যাবি আয় পারে।—
ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
কর্‌তে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোনা
এতবারের পারাপারে—
এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দু'টি চরণ
দেয়নি পরশ কিরে ?
যদি চরণ পড়ে' থাকে
কোন একটী বারে—
যা'রে সোনার জন্ম নিয়ে—
সোনার মৃত্যু পারে।

শেষ হিসাব

সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার
সময় হ'ল হিসাব নেবার।
যে দেব্‌তারে গড়েছিলেম,
দ্বারে যাঁদের পড়েছিলেম,
আয়োজনটা করেছিলেম
জীবন দিয়ে চরণ-সেবার,
তাঁদের মধ্যে আজ সায়াহ্নে
কেবা আছেন এবং কে নেই,
কেই বা বাকি, কেই বা ফাঁকি,
ছুটি নেব সেইটে জেনেই।

২

নাই বা জান্‌লি হায়রে মূর্খ!
কি হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম!
সন্ধ্যা এল, দোকান তোল,
পারের নৌকা তৈরি হ'ল,
যত পার ততই ভোল
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ।
জীবনখানা খুল্লে তোমার
শূন্য দেখি শেষের পাতা;
কি হবে ভাই হিসেব নিয়ে,
তোমার নয়ক লাভের খাতা।

৩

আপ্‌নি আঁধার ডাকৃচে তোরে,
ঢাকৃচে তোমায় দয়া করে'।
তুমি তবে কেনই জ্বাল
মিট্‌মিটে ওই দীপের আলো,
চক্ষু মুদে থাকাই ভালো
শ্রান্ত, পথের প্রান্তে পড়ে'।
জানাজানির সময় গেছে,
বোঝাপড়া কর্‌রে বন্ধ।
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক্‌রে হয়ে বধির অন্ধ।

৪

যদি তোমায় কেউ না রাখে,
সবাই যদি ছেড়েই থাকে,—
জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,
তোমার বিশ্ব উদার রবে,
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা,
তুমি একা জগৎ মাঝে,
প্রাণের মাঝে আরেক একা।

৫

ফুলের দিনে যে মঞ্জরী,
ফলের দিনে যাক্ সে ঝরি।
মরিস্‌নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরি অন্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক্‌রে সরি'
হোক্ রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ ;
হোক্ রে রিক্ত কল্পলতা
তোমার থাকুক্ পরিপূর্ণ
একলা থাকার-সার্থকতা।

শেষ

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে'
কালের পিছু পিছু।
অধিক দিন ত বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান।

মালা বটে শুকিয়ে মরে,—
যে জন মালা পরে
সেও ত নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে ?

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাওরে চলে'
কালের পিছু পিছু।

২

সব(ই) হেথায় একটা কোথাও
কর্ত্তে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাইত কানে
থাকে গানের রেশ।
কাট্‌লে বেলা সাধের খেলা
সমাপ্ত হয় বলে',
ভাবনাটি তার মধুর থাকে
আকুল অশ্রুজলে।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রংটি থাকে লেগে,
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ-সন্ধ্যা-মেঘে।

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।

সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

৩

ফুল তুলি ভাই তাড়াতাড়ি
পাছে ঝরেই পড়ে।
সুখ নিয়ে ভাই কাড়াকাড়ি'
পাছে যায় সে সরে'।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে
চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে
অধর ধেয়ে যায়।
সমস্ত প্রাণ জাগে রে ভাই
বক্ষ-দোলায় দোলে,
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায়
মত্ত আকুল রোলে।

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

৪

কোন জিনিষ চিন্‌ব যে রে,
প্রথম থেকে শেষ,

নেব যে সব বুঝে পড়ে'—
নাই সে সময় লেশ।
জগতটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দু'দিন
ভালবাস্‌বার মত,
কাজের জন্যে জীবন হ'লে
দীর্ঘজীবন হত।

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

৫

আজ তোমাদের যেমন জান্‌চি
তেম্‌নি জান্‌তে জান্‌তে,
ফুরায় যেন সকল জানা
যাই জীবনের প্রান্তে।
এই যে নেশা লাগ্‌ল চোখে
এইটুকু যেই ছোটে,
অম্‌নি যেন সময় আমার
বাকি না রয় মোটে।

জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
মায় যদি যাক্ খুলি,
মর্ত্ত্যে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি।

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বেনা ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

বিলম্বিত

অনেক হ'ল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

তখন ছিল দখিন হাওয়া
আধ্-ঘুমো আধ্-জাগা,
তখন ছিল শর্ষে ক্ষেতে
ফুলের আগুন লাগা;
তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম
রুদ্ধ কুটীর থেকে।

অনেক হ'ল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

২

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে
নবীন সুধা-ঢালা ?

আজকে বহে পূবে বাতাস,
মেঘে আকাশ জুড়ে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
নব-নবাঙ্কুরে।
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইক রে হায়
হাল্কা সে হিল্লোল,
নাই বাগানে হাস্তে গানে
পাগল গণ্ডগোল।

অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

৩

হ'ল কালের ভুল,
পূবে হাওয়ায় ধরে' দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।

এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথ অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা।
বাজচে মেঘের গুরু গুরু,
বাদল ঝরঝর,
সজলবায়ে কদম্ববন
কাঁপচে থর থর।

অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়!
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।
ঝিকিঝিকি ক'রে কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দু'ধারে শাখে শাখে আজি
পাখীরা গায়।

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয় !

২

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি,
না আছে তল ;
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি
উঠেছে জল ।
এ ঘাট হইতে ওঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হ'ল তীরে আর নীরে
তাল-তলায় ।
আজ ভোর হতে নাই গো বাদল,
আয় গো আয় !

৩

ঘাটে পঁইঠায় বসিবি বিরলে
ডুবায়ে গলা ;
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি
নূতন বলা ।
সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে' ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ-গায় ।

আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে
উঠেছে বেলা;
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে
ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমির-নিবিড় ঘনঘোর ঘুমে
স্বপন প্রায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!

৫

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে' আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!

চিরায়মানা

যেমন আছ তেম্‌নি এস
আর কোরো না সাজ!
বেণী না হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইক তাহে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এস,
আর কোরো না সাজ!

এস দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক্‌,
নূপুর যদি খুলে পড়ে
না হয় রেখে এলে।
খেদ কোরো না, মালা হতে
মুক্তা খসে' গেলে।
এস দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে।

হের গো ঐ আঁধার হ'ল
আকাশ ঢাকে মেঘে।
ওপার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে।
ঐরে গ্রামের গোষ্ঠ মুখে
ধেনুরা ধায় বেগে।
হের গো ঐ আঁধার হ'ল
আকাশ ঢাকে মেঘে।

প্রদীপখানি নিবে যাবে,
মিথ্যা কেন জ্বালো ?
কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না কাছে ?
তরল তব সজল দিঠি
মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে
এম্‌নি থাকা ভালো।
কাজল দিতে প্রদীপখানি
মিথ্যা কেন জ্বালো ?

এস হেসে সহজ বেশে
আর কোরো না সাজ!
গাঁথা যদি না হয় মালা,
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব্ব গগন,
বেলা নাই রে আজ।
এস হেসে সহজ বেশে
নাই বা হ'ল সাজ।

আবির্ভাব

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়।
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
　　কনকাঞ্চল আবরণ,
　　নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
　　করিছে চরণ বিচরণ।
　　কোথা চম্পক আভরণ!

সেদিন দেখেছি খণে খণে তুমি
　　ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
　　নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
　　তব নিশ্বাস-পরিমল,
　　ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
　　গগনে ছড়ায়ে এলোচুল;
　　চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,

আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয় সাগর-উপকূল ;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে’
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোট বীণার ক্ষীণ তার ;
এ নহে তোমার উপহার।

কে, জানিত সেই ক্ষণিকা মূরতি
দূরে করি দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন ?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ।
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন ;
একি রূপে দিলে দরশন !

ক্ষমা কর তবে ক্ষমা কর মোর
আয়োজনহীন পরমাদ ;
ক্ষমা কর যত অপরাধ ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ আলোকে এস ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ ;
ক্ষমা কর যত অপরাধ ।

আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায় ;
এস এস ভরা বরষায় ।
এস গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এস গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায় ;
আজি জলভরা বরষায় ।

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষভরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে

২

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
পূজার সাজি ভরি;
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণ ডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গল গীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে

৩

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের পরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৪

তোমার নাহি শীতবসন্ত,
জরা কি যৌবন।
সর্ব্বঋতু সর্ব্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নিভেনাক প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে

৫

নদীর মত এসেছিলে
গিরিশিখর হতে,
নদীর মত সাগরপানে
চল অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়চে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল
তীর্থ সলিল ঝরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৬

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে' পড়ে।
সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।

অন্তরতম

আমি যে তোমায় জানি, সেত কেউ
জানেনা।
তুমি মোর পানে চাও, সেত কেউ
মানেনা।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলিনে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।

প্রভাত না হতে কখন্ আবার
গৃহকোণমাঝে আসিয়া,
বাতায়নে বসে' বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়ে যেবা আসে যেবা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়,
মনে করে তারে ডেকেছি'।
জানেনা ত কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

ভোরের গোলাপ সে গানে সহসা
সাড়া দেয় ফুলকাননে,
ভোরের তারাটি সে গানে জাগিয়া
চেয়ে দেখে মোর আননে।
সব সংসার কাছে আসে ঘিরে,
প্রিয়জন সুখে ভাসে আঁখিনীরে,
হাসি জেগে ওঠে ভবনে।
যে নামে যে ছলে বীণাটি বাজাই
সাড়া পাই সারা ভুবনে।

নিশীথে নিশীথে বিপুল প্রাসাদে
তোমার মহলে মহলে,
হাজার হাজার সোনার প্রদীপ
জ্বলে অচপল অনলে।

মোর দীপে জ্বেলে তাহারি আলোক
পথ দিয়ে আসি হাসে কত লোক,
দূরে যেতে হয় পালায়ে,—
তাই ত সে শিখা ভবনশিখরে
পারিনে রাখিতে জ্বালায়ে।

বলিনে ত কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিনীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে।

সমাপ্তি

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

নানা বসন্তে নানা বরষায়
অনেক দিবসে অনেক নিশায়
দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক
লিখেছি অনেক লেখা ;
পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা ।

কখন্ যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন্
চলিয়া গিয়াছে সবে ।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানিনা কখন্ পশিনু কেমনে ।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে ।
কখন্ যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে ।

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা ?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা ?

রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছান রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা ?